আজকের কাগজ

তারিখ ...24 NOV 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

13

আসছে বছর সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

বেসরকারি বিদ্যালয় উন্নয়নে অর্থ প্রদান ও শিক্ষকদের ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত

আশেক–ই–এলাহী : সরকার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভাতা বৃদ্ধি ও বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়নে অর্থ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সফল করতে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। স্বাধীনতার পর প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করা হয়। বিদ্যালয়সমূহকে সরকারি করণ এবং সরকারি কর্মচারি [illegible]বে শিক্ষকদের মর্যাদা দেয়া হয়।

পরবর্তীতে সারাদেশে ব্যক্তিগত উদ্যোগে আরো কিছু বিদ্যালয় এলাকাভিত্তিক গড়ে উঠতে শুরু করে। প্রথম দিকে পর্যায়ক্রমে থানা থেকে কোটা ভিত্তিক কিছু কিছু বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করা হয়। কিন্তু বেশির ভাগ বিদ্যালয় বেসরকারি থেকে যায়। সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো রেজিস্ট্রেশন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং বলা হয় রেজিস্ট্রিশন করা বিদ্যালয়গুলো থেকে যোগ্যতায় ভিত্তিতে বিদ্যালয়সমূহকে পর্যায়ক্রমে সরকারিকরণ করা হবে। বিগত বেশ কয়েক বছর যাবত প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ প্রায় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়েছে এবং এক পর্যায়ে বিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন করাও বন্ধ হয়ে যায়।

'৯০ সালে সরকার সর্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের কথা ঘোষণা করে এবং ঘোষণায় বলা হয় '৯১ শিক্ষাবর্ষ থেকে সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হবে। কিন্তু সরকার পরিবর্তিত অবস্থায় '৯১ সালে সারাদেশের পরিবর্তে প্রত্যেক জেলা থেকে একটি থানা ও চার বিভাগীয় সদর জেলা থেকে আরো একটি থানাকে বাধ্যতামূলক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা হয়। এ সময় বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের ভাতা হিসেবে পাঁচশ টাকা করে প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

বর্তমানে সরকারের নীতি নির্ধারক মহল বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ভাতার পরিমাণ পাঁচ শ' টাকা থেকে বাড়িয়ে এক হাজার টাকা করা এবং বিদ্যালয়গুলোর উন্নয়নের জন্যে সাড়ে তিন লাখ করে টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমানে সারা দেশে আট হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩২ হাজার শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন।

সরকারি অনুদানের ক্ষেত্রে কয়েকটি শর্ত রয়েছে। প্রথম শর্ত হলো বিদ্যালয়সমূহে এলাকার সমস্ত বিদ্যালয় গমন উপযোগী শিশুদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যালয়ের বার্ষিক ফলাফল ভালো করতে হবে। বিশেষ করে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় সফলতা দেখাতে হবে। থানা নির্বাহী কর্মকর্তার ব্যাংক এ্যাকাউন্টে স্কুলের পক্ষে দশ হাজার টাকা জমা দিতে হবে এবং সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে।

সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে আরো গতিশীল ও কল্যাণমুখি করতে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা কার্যক্রমকে সফল করতে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাছাড়া ৩৮ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন করে সহকারী প্রধান শিক্ষক স্বতন্ত্র বেতন স্কেলে নিয়োগ দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

সরকার নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৯৩ সালের জানুয়ারি থেকে সারা দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার। অবশ্য শিক্ষক নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের জন্যে শিক্ষকদের বেতন, ভাতা বৃদ্ধির বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাদের অভিমত, সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি না করে দায়িত্ব চাপানো হলে কাজের ফলাফল আশানুরূপ না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থেকে যাবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর আবুল হোসেন বলেছেন, সুষ্ঠু সমন্বয় ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে গতি সৃষ্টি কষ্টকর। একই অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। সরাসরি একজন মহাপরিচালকের মাধ্যমে শিক্ষা বিভাগ ও শিক্ষকদের উপর দায়িত্ব যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বাধ্যতামূলক শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব আলাদাভাবে একজনের উপর অর্পণ করায় প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার জন্যে অনেক সময় কাজের ক্ষেত্রে সংকট দেখা দিচ্ছে।